আমি ডাক্তার হতে চাই

মোঃ আজিজুল হক ,প্রভাষক(রসায়ন),লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ,সৈয়দপুর।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে একটি শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার সাথে বাবা-মা বলে উঠেন আমার সন্তান ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার /ব্যাংকার হবে।এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হচ্ছে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারদের মাসিক আয় বেশি,সামাজিক মর্যাদা বেশি।এতে বাবা-মার দোষ নেই প্রতিটি বাবা - মা চায় তার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। জন্ম নেয়া শিশুটি বড় হতে হতে দেখতে থাকে সমাজে সামাজিক মর্যাদা টাকা ওয়ালাদের হাতে।তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় টাকা চাই, সেটা যেভাবেই হোক।শিশুটির মনে একটিবারও উদয় হয়না যে সে শিক্ষক হবে।আমাদের সমাজের অনেক মেধাবী সন্তান এভাবে একদিন শিক্ষক না হয়ে হয়ে যায় ডাক্তার,ব্যাংকার ইত্যাদি।এভাবে চলতে চলতে এমন এক পর্যায়ে এসে গেছে দেশের সব মেধাবী ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পেশায় দেশে বিদেশে কৃতিত্বের সাথে দ্বায়িত্ব পালন করছে।এখন সমাজের এই উচ্চ ব্যক্তিত্ব যখন নিজের সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাতে যায় তখন ভাল প্রতিষ্ঠান খুজে পায়না।কোন স্কুলে কোন ভাল শিক্ষক নেই।বাধ্য হয়ে ভর্তি করান- নাই মামার চেয়ে কানা মামার স্কুলে।এভাবে দিন চলতে চলতে একদিন সেই ব্যক্তি দেখে তার সন্তান বিজ্ঞান বোঝাতো দুরের কথা ভাল করে বাংলা, ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারেনা । নীতি নৈতিকতায় তার সন্তান যোজনদূর পিছিয়ে।এভাবে তার সন্তান একদিন ডাক্তার হচ্ছে যার কাছে সে নিজে চিকিৎসা নিতে ভয় পায়।এভাবে তার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারের প্লানে নির্মিত ইমারত বছরের মাথায় ধ্বসে পড়ছে।কারণ কি? কারণ হচ্ছে বিদ্যালয়ে পাঠদানের মত মেধাবী কোন শিক্ষক নেই।মেধাবীরা সবাই ডাক্তার বা ব্যাংকার হয়ে গেছে।যার কোন গতি ছিলোনা সেই ব্যক্তি শিক্ষকতা পেশায় এসেছে।মেধাবী শিক্ষক ছাড়া মেধাবী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কীভাবে তৈরি হবে?একদিন দেখাযাবে আমাদের দেশে কোন ভাল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছেনা।এর প্রমাণ হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সিটের বিপরীতে শিক্ষার্থী পাস নম্বর তুলতে ব্যর্থ।

অথচ জাতি গঠন ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো শিক্ষা।আর শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় গুলো হলো শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা,শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদি। তবে এ প্রসংগে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য।কেননা শিক্ষকই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষক হচ্ছে সভ্যতার ধারক ও বাহক।শিক্ষকতা কেবল চাকরি নয়,বরং একটি মহান পেশা। একজন আদর্শ শিক্ষক জানেন তার চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ, তবু তিনি হৃদয়ের টানে এই সুকঠিন জীবিকার পথ বেছে নেন।সর্বদা ন্যায় নীতির প্রশ্নে তিনি আপোশহীন। তিনি শিক্ষার্থীর মনন, মেধা ও আত্মশক্তির বিকাশ,পরিশীলন, উন্নয়ন ও প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।সমাজ গঠনে, দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে,দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বিশ্বের দরবারে নিজ দেশের গৌরবময় অবস্থান গড়ে তুলতে একজন আদর্শ ও মেধাবী শিক্ষকের অবদান একজন রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ,অর্থনীতিবিদ বা সমাজনেতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।তাই বলা যায়, একজন আদর্শ মেধাবী শিক্ষক দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান ও শ্রেষ্ঠ মানুষের অন্যতম।

এখন প্রশ্ন, দেশের এই শ্রেষ্ঠ মানুষ শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা পান কতটুকু? প্রাথমিক শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদা।শিক্ষাব্যবস্থাপনায় নেই কোন দিকনির্দেশনা, বরং রয়েছে প্রচুর অসংগতি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৯৫ ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নেই।কিছুদিন আগেও ডোনেশনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে স্থানীয়ভাবে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হয়, যা কেবল দুঃখজনকই নয় বরং সামাজিক অনাচার।ইউনেস্কো ও আইএলোর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষকদের জন্য ১৯৬৬ সালে গৃহীত শিক্ষকদের পেশাগত অধিকার মর্যাদা ও দায়িত্ব বিষয়ক "শিক্ষক সনদ" থেকে আমাদের শিক্ষক সমাজ বঞ্চিত। বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য যেমন নেই আবাশিক ব্যবস্থা তেমন নেই নিজ কর্মস্থলে যাতায়াত করার ব্যবস্থা।আবার ভ্রমণভাতা ও চিত্তবিনোদনের নেই কোন ব্যবস্থা।তাতে মনে হয়,শিক্ষকদের জীবনে কোন ভ্রমণ বা চিত্তবিনোদনের কোন প্রয়োজন নেই।এভাবে চলতে থাকায় শিক্ষকেরা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার স্পৃহা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।শিক্ষকের এমন অবস্থা দেখে কোন মেধাবী কি এই পেশা বেছে নিবে?

এখন আমাদের করণীয় কী? প্রবীন দক্ষ শিক্ষক বিদায় নিচ্ছেন। এসব শুন্যস্থান পূরন সবসময় অনৈতিকতা পরিহার করে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। শিক্ষকতায় মেধাবীদের না আসা এবং এলেও বেশিদিন না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে।তাই আজ বেশী প্রয়োজন শিক্ষার সকল স্তরে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের আগমন। শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষন ব্যবস্থাসহ শিক্ষার উন্নয়নে আধুনিক ধ্যান- ধারণার প্রয়োগ সময়ের দাবি।এখন অতি জরুরী শিক্ষকদের মৌলিক ও অব্যাহত প্রশিক্ষন, পদোন্নতি,চাকুরির নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাধীনতা, পর্যবেক্ষন ও মুল্যায়ন, শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, কার্যকর শিক্ষাদান ও শিখনের পরিবেশ এবং সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা। যাতে আমাদের আগামীর প্রজন্মের সবাই শিক্ষক হতে চায়।

একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো সেই দেশের মেধাবী সন্তান এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সেই মেধাবীদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।তার ওপর নির্ভর করে সেই দেশ কত দ্রুত এগিয়ে যাবে বা উন্নত হবে।যদি মেধবীরা অবহেলিত থাকে, তবে তা দেশের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।সেই মেধাবী সন্তানরা প্রথম পছন্দ হিসেবে কোন পেশা বেছে নেবেন, তা নির্ভর করে সেই দেশের সেই পেশার আর্থিক সুবিধা, সামাজিক স্বীকৃতি, পদমর্যাদা এবং সামজিক অবস্থানের ওপর।আমাদের দেশের মেধাবীরা প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেন বিসিএস দিয়ে কোন সরকারী গুরত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করার।যাদের সামর্থ্য আছে তার চলে যান বিদেশে একসময় সেখানেই স্থায়ী হন।কিন্তু দেশের চিত্র যদি এমন হতো যে, দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরা চাকুরি করছেন শিক্ষকতায়। ছোটবেলা থেকেই একটি শিশু স্বপ্ন দেখছে তার শিক্ষকের মত বড় কেউ হওয়ার। শিক্ষকেরা রাষ্ট্র থেকে সর্বোচ্চ সুযোগ- সুবিধা পাচ্ছে।সেসব মেধাবী শিক্ষক তৈরি করছেন আরো মেধাবী শিক্ষার্থী। সেই দেশটা নিয়ে মেধাবী সন্তানরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।তাহলে কেমন হতো? যা হোক সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।নিজ দায়িত্ব থেকে সমাজ,দেশকে ভালবেসে, দেশের উন্নয়নে মেধাবীদের শিক্ষকতায় পেশায় আনতে সবাই সচেষ্ট হই এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করি।